সংবাদ

তারিখ 12 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

### কালিয়ারই এসবিএল মাধ্যমিক বিদ্যালয়

# কক্ষ সংকটে বারান্দায় পাঠদান শিক্ষার্থীদের

**প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)**

যশোরের কেশবপুর কালিয়ারই এসবিএল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দীর্ঘ ২১ বছরেও একাডেমিক ভবন নির্মাণ হয়নি। ফলে কক্ষ সংকটে বারান্দায় চলে শিক্ষার্থীদের পাঠদান। এছাড়া চেয়ার, বেঞ্চ, আসবাবপত্র সংকটসহ প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে এর শিক্ষা কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রতিকার চেয়ে বারবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হলেও অদ্যাবধি কোন সাহায্য মেলেনি। অপরদিকে, গত ১০ বছর ধরে ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এসএসসি পরীক্ষায় সাফল্য দেখিয়ে আসলেও এ স্তরের শিক্ষকরা এক যুগ ধরে বেতন ভাতা না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। বিদ্যালয়ের অফিস সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যানন্দকাটি ইউনিয়নের কালিয়ারই গ্রামে ১৯৯৪ সালে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় ৮০ শতক জমির ওপর সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেকের প্রচেষ্টায় কালিয়ারই এসবিএল মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ২০০ জন শিক্ষার্থীর সার্বিক সেবায় বিদ্যালয়টিতে ৮ জন শিক্ষক ও ২ জন কর্মচারী রয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার সময় ইটের গাথুনির ওপর টালীর ছাউনির ৪ রুম বিশিষ্ট একটি আধাপাকা ঘর নির্মাণ করা হয়। কিন্তু এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের সংকুলান না হওয়ায় এর পাশে ৩ রুম বিশিষ্ট আরও একটি টালীর ছাউনীর ভবন নির্মাণ করা হয়। অর্থাভাবে পুনসংস্কার না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির টালীর ঘরের দেয়াল দরজা, জানালা, আসবাবপত্র জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। ছোট ছোট রুম, স্যাঁতস্যাঁতে মেঝের শ্রেণী কক্ষে চলে শিক্ষার্থীদের পাঠদান। এতে শিক্ষার্থীরা অমনযোগী হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শেখরেন্দু দাস জানান, বিদ্যালয়টি বর্তমান নানাবিধ সংকটে রয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগ চালু থাকলেও নেই কোন বিজ্ঞানাগার, কম্পিউটার বিভাগ ও মেয়েদের জন্য কোন কমন রুম নেই। শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য ৭টি কক্ষের সবকটি জরাজীর্ণ। অর্থাভাবে চেয়ার, বেঞ্চ, আসবাবপত্র দীর্ঘদিনেও সংস্কার করা হয়নি। ফলে শীত বর্ষা উপেক্ষা করে বারান্দায় চলে শিক্ষার্থীদের পাঠদান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নূরুল ইসলাম জানান, পরিত্যক্ত ঘোষণা করার কারণে ৩ রুম বিশিষ্ট টালির ঘরটি বহু আগেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কক্ষ সংকটের কারণে ছাত্রছাত্রীদের গাদাগাদি করে বসিয়ে পাঠদান করাতে হচ্ছে। টালির ফাঁক দিয়ে সামান্য বৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, মূল্যবান বই, আসবাবপত্র, কাপড় চোপড় ভিজে ক্ষতি হচ্ছে। এ অবস্থায় দীর্ঘ ২১ বছর ধরে চললেও আজ পর্যন্ত এর একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়নি। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিকাশ চন্দ্র সরকার বলেন, ওই বিদ্যালয়ের সমস্যার কথা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। সরকারি অনুদান ছাড়া এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ওই প্রতিষ্ঠানটি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এমপিওভুক্ত হলেও মাধ্যমিক সেকসনের ৫ জন শিক্ষক কর্মচারী সরকারি বেতন ভাতা থেকে বঞ্চিত রয়েছে।